গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে প্রধানত মুসলমান শাসনকালে। এই বিদেশী ভিন্নধর্মী মুসলমান আমলেই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃত পুরাণ ইতিহাসের চর্চা শুরু হয়েছিল লৌকিক ভাষায় অর্থাৎ বাংলা ভাষায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট অংশ পুরাণাশ্রয়ী। সেকালের বাঙালি মানস পুরাণের মধ্য থেকে দুটি বস্তু বিশেষভাবে আহরণ করেছিল—একটি গল্পরস, অন্যটি ভক্তিরস। মধ্যযুগের আখ্যায়িকা পাঁচালির অধিকাংশ কবিই এই দুটি পথকে এক জায়গায় মেলাবার চেষ্টা করলেন। এই কাজে কেউ পুরাণের পথে এগিয়েছেন, কেউ বা লৌকিকের পথে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ধারা সাধারাণত ত্রিবিধ। যথা— পৌরাণিক আখ্যায়িকা পাঁচালি, লৌকিক আখ্যায়িকা পাঁচালি এবং গীতিকবিতা। আবার পৌরাণিক পাঁচালি কাব্যের তিনটি ধারা— একটি ভাগবত অনুসারী, একটি রামায়ণ অনুসারী, অপরটি মহাভারত অনুসারী। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশাল অংশ কৃষ্ণকথাময়। পঞ্চদশ শতকে লেখা মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও ষোড়শ শতকে লেখা রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'— দুটিই সুপ্রাচীন কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। এই দুটি কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়। তুলনামূলক আলোচনায় বিষয়ের দিকে যেমন আমরা নজর দিয়েছি, তেমনি কবিদ্বয়ের কাহিনি বয়নের নিপুণতা ও চরিত্র চিত্রণের দক্ষতার দিকটিও দেখানো হয়েছে সমান ভাবে। এই দুই কৃষ্ণচরিত অনুবাদের রচয়িতা মূল ভাগবতকে কতটা গ্রহণ করেছেন, ভাগবত কাহিনির কতটা বর্জন করেছেন, এবং অনুবাদ হয়েও কতটা মৌলিক হয়ে উঠেছে তা সংস্কৃত ভাগবত-এর কাহিনির সঙ্গে তুলনা করে পৃথকভাবে যেমন আলোচনা করা হবে, তেমনি এই দুই বাংলা অনুবাদকের গ্রন্থের মধ্যেকার পার্থক্যও বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তুলে ধরা হবে। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে সুসংহত রূপ দেবার জন্য আমরা সমগ্র বিষয়টিকে ছয়টি অধায়ে ভাগ করেছি—

প্রথম অধ্যায় : মধ্যযুগে সংস্কৃত ভাগবত অনুবাদের ভাবনার উন্মেষ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ব্যাসদেবকৃত 'শ্রীমদ্ভাগবতম'-এর বিষয় সংক্ষেপ।

তৃতীয় অধ্যায় : অনুবাদক মালাধর বসু ও অনুবাদক রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের পরিচয়।

চতুর্থ অধ্যায় : মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের কাহিনি গ্রন্থনা ও চরিত্র চিত্রণ।

পঞ্চম অধ্যায় : রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যের কাহিনি গ্রন্থনা ও চরিত্র চিত্রণ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভাগবত অনুবাদের ধারায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র তুলনামূলক বিচার

উপসংহার :

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগে সংস্কৃত ভাগবত অনুবাদের ভাবনার উন্মেষ

মধ্যযুগে সংস্কৃত ভাগবত অনুবাদের ভাবনা হঠাৎ করে একদিনেই আসেনি। মৌর্য সাম্রাজ্যের অবসানের পর থেকে ধীরে ধীরে মধ্যদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে এবং গুপ্ত রাজাদের সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্রবিধি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। গুপ্ত রাজাদের সময়কালেই 'বেদজ্ঞ' ব্রাহ্মণের প্রভাব বাংলাদেশে প্রবল হয়। এইদেশে বৈদিক যাগযজ্ঞ আগে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়নি। কারণ বৈদিক কর্মকাণ্ড উপনিষদে প্রত্যাখ্যাত। তাই বৈদিক ব্রাহ্মণ আনিয়ে তাদের জমিজমা দিয়ে বসতি স্থাপন করানো রাজাদের মানবৃদ্ধিকারক বলে মনে করা হলো। এই নবাগত ব্রাহ্মণেরাই রাজসভায় আশ্রয়ে থেকে সংস্কৃত শাস্ত্রশাসিত আচার-অনুষ্ঠান-ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি সমাজের উচুস্তরে প্রবেশ করাতে থাকলেন। এইভাবেই রাজসভায় কবিদের দ্বারা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকাহিনী প্রচারিত হয়েছিল। বিষয়, রস, ভাব ও কাহিনিগত দিক থেকে সংস্কৃত ভাষায় লেখা বেদব্যাসের 'শ্রীমদ্ভাগবত' পুরাণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভাগবতের বিষয় বৈচিত্র্য নানাভাবে বাংলা কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলিতে স্থান পেয়েছিল। ভাগবতের অনুসরণে মধ্যযুগে অনেকগুলি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় ভাগবত কৃষ্ণ কাহিনির উৎস গ্রন্থ। কোনো একটি গ্রন্থের অনুকরণ বা অনুসরণ তখন হয়, যখন গ্রন্থটি জনসমাজে, বিশেষ করে পণ্ডিত সমাজে পরিচিত হয়ে ওঠে। মূল গ্রন্থের ভাব ও রসে আকৃষ্ট হয়েই কেউ কেউ সেই গ্রন্থকে ভাষান্তরিত করে থাকেন। সেই দিক থেকে প্রথম কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। রচনাকাল ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। মালাধরের হাত ধরেই ভাগবতের অনুবাদের

ধারায় আমরা অনেকগুলি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য পেয়ে যাই। যেগুলির মধ্যে রয়েছে মাধবাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী', কবি শেখর দৈবকীনন্দন সিংহ রচিত 'গোপালবিজয়' কাব্য, দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল', পরশুরাম রচিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', ভবানন্দের 'হরিবংশ', অভিরাম দাসের 'গোবিন্দবিজয়' ইত্যাদি। এইসব রচনার মধ্যে কবিরা কখনও ভাগবতকে অনুকরণ- অনুসরণ করেছনে, কখনও স্বকপোলকল্পিত কাহিনিকে জুড়ে দিয়েছেন, আবার কখনও বা ভাগবত কাহিনি গ্রহণ, বর্জন ও সংক্ষেপণও করেছেন। সময়ের প্রেক্ষাপটে সংস্কৃত ভাগবত অনুবাদের ভাবনার উন্মেষ ও উপরিউক্ত কাব্যগুলিতে তার প্রতিফলন আলোচ্য অধ্যায়ে দেখানো হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাসদেবকৃত 'শ্রীমদ্ভাগবতম'-এর বিষয় সংক্ষেপ

সংস্কৃত সাহিত্যে আঠারোখানি মহাপুরাণ আছে। তার মধ্যে অন্যতম একটি পুরাণ হল 'শ্রীমদ্ভাগবত' পুরাণ। মোট বারো স্কন্ধে তিনশত পঁয়ত্রিশ অধ্যায়ে, আঠারো হাজার শ্লোক সমন্বিত হয়ে মূল ভাগবত গঠিত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিয়ে 'শ্রীমদ্ভাগবত' পুরাণ বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই প্রভাব পরবর্তী সাহিত্যে কীভাবে ও কতটা পড়েছে তা আলোচনার আগে ব্যাসদেব কৃত মূল সংস্কৃত ভাগবতের অধ্যায় বিভাজন ও বিষয় সংক্ষেপ জেনে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথম স্কন্ধে রয়েছে উনিশটি অধ্যায়, দ্বিতীয় স্কন্ধে রয়েছে দশটি অধ্যায়, তৃতীয় স্কন্ধে তেত্রিশটি অধ্যায়, চতুর্থ স্কন্ধে একত্রিশটি অধ্যায়, পঞ্চম স্কন্ধে ছাব্বিশটি অধ্যায়, ষষ্ঠ স্কন্ধে উনিশটি অধ্যায়, সপ্তম স্কন্ধে রয়েছে পনেরোটি অধ্যায়, অষ্টম স্কন্ধে আছে চব্বিশটি অধ্যায়, নবম স্কন্ধে চব্বিশটি অধ্যায়, দশম স্কন্ধে রয়েছে মোট নব্বইটি অধ্যায়, এর মধ্যে পূর্বার্ধে রয়েছে উনপঞ্চাশটি ও উত্তরার্ধে বাকি একচল্লিশটি অধ্যায়; একাদশ স্কন্ধে আছে একত্রিশটি অধ্যায় এবং দ্বাদশ স্কন্ধে তেরটি অধ্যায় নিয়ে ভাগবত গঠিত। প্রতিটি স্কন্ধের ও অধ্যায়ের বিষয় সংক্ষেপ এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুবাদক মালাধর বসু ও অনুবাদক রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের পরিচয়

প্রাচীন বাংলা কাব্য কবিতা পাঠ করলে দেখা যায় যে, কবিরা ভণিতায় নিজের নাম পরিচয়

বলে গেছেন। তাই কবির পরিচয় দিতে গেলে প্রথম নজর পরে ভণিতার দিকেই। অনেক সময় দেখা যায়, ভণিতায় নাম থাকলেও তা নিয়ে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। ভণিতায় যে নাম আছে, তা কবির নিজের নাম না অন্য কারও নাম। আসলে দেখা যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে অনেক অপ্রধান কবি প্রতিভাধর কবিদের নামে নিজের রচনা চালিয়ে দিয়েছেন। তাই এই অধ্যায়ে আমরা কবি মালাধর বসু ও কবি রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের পরিচয় যথেষ্ট তথ্য সহকারে প্রদানের চেষ্টা করব।

চতুর্থ অধ্যায়

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের কাহিনি গ্রন্থনা ও চরিত্র চিত্রণ

'শ্রীমদ্ভাগবত' পুরাণ অনুসরণে বাংলা ভাষায় রচিত যতগুলি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থখানিই আদিতম। গ্রন্থের রচনাকাল ১৩৯৫ শক থেকে ১৪০২ শকাব্দ। মালাধর মূলত ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অনুসরণ করে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করেছেন। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থটিকে ঠিক ভাগবতের অনুবাদ বলা যুক্তি সংগত নয়। কারণ অনুবাদ বলতে সাধারণ ভাবে আমরা বুঝি মূলের হুবহু ভাশান্তর। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' সর্বত্র হুবহু ভাষান্তর নয়। ভাগবত বহির্ভূত অতিরিক্ত বর্ণনাও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আছে। সাধারণত ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব এবং মাধুর্যভাব দুটিই প্রকট। মালাধরের কাব্যে ঐশ্বর্যভাবই প্রধান। এই অধ্যায়ে আমরা মূল সংস্কৃত ভাগবতের সঙ্গে তুলনা করে মালাধরের কাব্যের কাহিনি গ্রন্থনা ও চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা তুলে ধরব।

পঞ্চম অধ্যায়

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' কাব্যের কাহিনি গ্রন্থনা ও চরিত্র চিত্রণ

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' তথ্যনিষ্ট, উচ্ছ্বাসবর্জিত ও মূলের অনুগত। এতে সমগ্র ভাগবতেরই অনুবাদ করা হয়েছে। তবে প্রথম নয়টি স্কন্ধ সংক্ষিপ্ত। শেষ তিনটি প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। বিশেষত দশম ও একাদশ স্কন্ধটি রচনায় তিনি একেবারে মূলের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন। ভাগবত বহির্ভূত কোন ঘটনা বা বর্ণনা তিনি কোথাও সংযোজন করেন নি। গ্রন্থের মধ্যে ভণিতায় কোথাও তিনি নিজের ব্যক্তি পরিচয়

প্রদান করেন নি। শুধুমাত্র গদাধর পণ্ডিতের নাম আছে। অনুমান করা হয় চৈতন্যের সমসাময়িককালে এই গ্রন্থটি রচনা করা হয়। এই অধ্যায়ে আমরা এই কাব্যের যথাযথ পরিচয় প্রদান করে কবির কাহিনি গ্রন্থনা ও চরিত্র চিত্রণের দিকটি তুলে ধরব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভাগবত অনুবাদের ধারায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র তুলনামূলক বিচার

কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যধারার দুই কবি মালাধর বসু ও রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ভাগবত অনুসরণে তাঁদের কাব্য রচনা ক্রেছেন। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে মালাধর মূলত ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বন করে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রঘুনাথ স্কন্ধ এবং অধ্যায় ধরে ভাগবতের অনুবাদ করেছেন। যদিও সে অনুবাদ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি ভাগবতের সমস্ত স্কন্ধের অনুবাদ করলেও দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের অন্নুবাদে যথেষ্ট যত্নশীল হয়েছেন। বাকিগুলি খুব সংক্ষেপে করেছেন। তাই আমরা মূল সংস্কৃত ভাগবতের সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র কাহিনিগত ভেদ-বিভেদের আলোচনা প্রদান করে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার চেষ্টা করব।

উপসংহার

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে সংস্কৃত ভাগবতের অনুবাদ হিসাবে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র গুরুত্ব অসামান্য। বলা যায় যে, বৈষ্ণব ধর্মের ওপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাব অসীম। শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে ভাগবতই প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়েছিল। বাংলাদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসেও 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ এই গ্রন্থ থেকে যেভাবে জানতে পারা যায়, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কিংবা বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে সেভাবে জানতে পারা যায় না। আবার 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' গ্রন্থটিও ভাষা সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণচরিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে আলোচ্য গ্রন্থ দুটি নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তার মূল্যায়ন উপসংহারে আলোচিত হবে।